বই | আত্মার পরিচর্যা
মূল | ইবনুল জাওযী রহ.
অনুবাদ | হাসান মাসরুর
সম্পাদনা | মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক | মুফতি ইউনুস মাহবুব

আত্মার পরিচর্যা

ইবনুল জাওযী রহ.
(মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী, বাগদাদ)

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

আত্মার পরিচর্যা
ইবনুল জাওযী রহ.

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশকাল
শাবান ১৪৩৯ হিজরী / মে ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
khidmahshop.com
wafilife.com
amaderboi.com

নির্ধারিত মূল্য : ৯০.০০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা,
৪৫ কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

লেখক পরিচিতি

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী। মূল নাম আব্দুর রহমান। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ধর্ম প্রচারক, ঐতিহাসিক, বিতার্কিক, অসংখ্য গ্রন্থপ্রণেতা। নিজ সময়ের শ্রেষ্ঠ খতীব ও ওয়ায়েজ। ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ৫১০ হিজরী মোতাবেক ১১১৬ সালে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি আবু বকর রাযি. এর বংশধর। ইবনুল জাওযী মাত্র তিন বৎসর বয়সেই পিতাকে হারান। এরপর মা ও ফুফুর তত্ত্বাবধানে উত্তম তারবিয়াতের সাথে বড় হতে থাকেন। শৈশবেই তাঁর মাঝে বিশেষ মেধা ও বুদ্ধির সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। মাসজিদের দরস থেকে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। যেখানে দরস দিচ্ছিলেন (আত্মীয়তা সূত্রে তাঁর মামা) হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে নাসের। মাত্র পাঁচ বছরের বয়সেই ইবনুল জাওযীর প্রথমবারের মতো হাদীসের সামাআত হয়।

ইলম অর্জনের পথে তাঁকে সইতে হয়েছিল অনেক কষ্ট-কাঠিন্যতা। কিন্তু যে তরুণের অন্তরে ইলমের ভালোবাসা,

তাঁর সামনে সকল কষ্ট-কাঠিন্য কেবলই নতুন স্বাদ উৎপাদক। তাই তো আমরা তাঁকে নিজের সম্পর্কে বলতে দেখেছি, 'আমি ছিলাম আমার ইলম অর্জনের মিষ্টতায় ডুবন্ত। এ ইলম অন্বেষণ আমাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন করে। আমি তো আমার কাঙ্ক্ষিত জিনিসের লক্ষ্যেই ছুটেছি। ফলে তা আমার নিকট মধুর চেয়ে মিষ্ট হয়ে যায়। ছোটবেলার কথা। ইলমে হাদীসের সফরে যখন যেতাম, তখন আমার হাতে থাকত কিছু শুকনো রুটি। আর আমি ঈসা ইবনে আলী নামক নদীর পাশে বসতাম। তখন আমি শুকনো রুটি চিবুতে পারতাম না। তাই যখনই এক লোকমা খেতাম, পানি পান করে নিতাম। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতা আমার নিকট কিছুই মনে হতো না– এসবই ছিল ইলম অর্জনের পথে অনুপম স্বাদের আভাস।'

তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের নিকট থেকে ইলম হাসিল করার সৌভাগ্য লাভ করেন। স্বীয় একটি কিতাবে তিনি তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা লেখেন ৮৯ জন। তিনি হাদীসের ইলম শেখেন হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে নাসের রহ. এর নিকট। আবু বকর আদ-দীনাওয়ারীর নিকট ফিকহ, তর্কশাস্ত্র, জারাহ-তা'দীল ও উসূলের ইলম লাভ করেন। আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য শিখেন আবু মানসূর আল-জাওয়ালিকী রহ. এর কাছে। তাঁর অন্যান্য উস্তাদগণের মাঝে ইবনু যাগূনী, আবু হাকীম আন-নাহরাওয়ানী, আবু ইয়া'লা অন্যতম।

তাঁর ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে ইলম শেখার পর দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ইলম প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত হোন। এ সকল ছাত্রের মাঝে শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার ও হাফেজ আব্দুল গণী মাকদিসী রহ. অন্যতম।

দ্বীনের খেদমত ও ইসলামের বাণী প্রচারে ইবনুল জাওযী রহ. ওয়াজ ও লেখালেখি দুটোকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি হিজরী ৫৭০ সালে বাগদাদের দারব দীনার-এ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে দারস দেওয়া শুরু করেন।

তাঁর সম্পর্কে ইবনে কাসীর রহ. বলেন, 'তিনি ইলমের অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। অন্যদের চেয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর ছোট-বড় সব লেখনী মিলে ৩০০টি রচনা ও সংকলনেরও অধিক। তিনি নিজ হাতে প্রায় ২০০ খণ্ডের উপরে বই লিখেছেন।... জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। উদাহরণত তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, ভাষাতত্ত্ব ও নাহসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহ।'

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, 'এমন কোনো শাস্ত্র নেই, যে বিষয়ে তিনি কলম ধরেননি। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই ছিলেন তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাফসীরে ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্ব, হাদীসে ছিলেন হাফেজ, ইতিহাসে ছিলেন বিস্তর জ্ঞান ধারণকারী, ফকীহ হিসেবে ছিলেন যথেষ্ট ফাকাহাতের অধিকারী।'

তাঁর এতো অধিক রচনা রয়েছে যে, এ স্থানে তা উল্লেখ করা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তাফসীর শাস্ত্রে তিনি প্রণয়ন করেন একটি সুবিশাল গ্রন্থ যার নাম 'আল-মুগনী', পরবর্তীতে একে সংক্ষিপ্ত করে নাম দেন 'যাদুল মাসীর'। হাদীস শাস্ত্রে তিনি প্রণয়ন করেন 'জামিউল মাসানিদ', 'আল-মাউযুআত মিন আহাদীসিল মারফুআত'সহ অন্যান্য গ্রন্থ। ইতিহাস বিষয়ে লিখেন ২০ খণ্ডের বিশাল কলবরে 'আল-মুনতাজাম ফি তাওয়ারীখিল উমাম মিনাল আরাবি ওয়াল আজাম'। স্তর অনুসারে সূফীদের জীবনী ও উক্তিসমূহকে একত্র করে প্রণীত চার খণ্ডের 'সাফওয়াতুস সাফওয়া'। শয়তানী কর্ম থেকে বিরত থাকা, বিভিন্ন বাতিলপন্থীদের রদ করা, বিভিন্ন দলের চিন্তাধারা ও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক বিবরণসমৃদ্ধ 'তালবীসু ইবলীস'। বিভিন্ন স্তরের মেধাবী ব্যক্তিদের সম্পর্কে রচিত 'কিতাবুল আযকিয়া'। তিন খণ্ডের 'সাইদুল খাতির'। দু'খণ্ডে লিখিত 'মিনহাজুল কাসিদীন'। কুরআন-হাদীস হিফজের উপকারিতা সম্পর্কে ও প্রসিদ্ধ হাফেজদের সংক্ষিপ্ত বিবরণসমৃদ্ধ 'কিতাবুল হাছছি আলাল হিফজিল ইলম'। নির্বোধ ও অলসদের কাহিনী নিয়ে রচিত 'কিতাবুল হুমাকা ওয়াল মুগাফফিলীন'। প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতি ও মুক্তির পথ বর্ণনায় 'যাম্মুল হাওয়া'। প্রচলিত ভিত্তিহীন, নিরর্থক ঘটনার অপনোদনে রচিত অত্যন্ত উপকারী একটি গ্রন্থ 'কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাক্কিরীন'। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, 'এ আলেমের চেয়ে অধিক রচনা আর কোনো আলেমের আছে বলে আমার জানা নেই।'

ইবনুল জাওযী রহ. এর নাতি আবুল মুযাফফার রহ. বলেন, 'আমি দাদাকে মিম্বারে বসা অবস্থায় বলতে শুনেছি, আমি এ দু'আঙুল দিয়ে দু'হাজার খণ্ড (গ্রন্থ) লিখেছি। আমার হাতে এক লক্ষ লোক তাওবা করেছে। আমার হাতে বিশ হাজার মানুষ মুসলিম হয়েছে।'

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. ইলম অন্বেষণের আগ্রহে একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, অসম বীরত্বের অধিকারী, রাফেযী ও বিদআতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী।

সত্যিকার অর্থেই ইবনুল জাওযী রহ. ছিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে একজন বীর পুরুষ। তিনি আল্লাহর জন্য কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করতেন না। বলা বাহুল্য– যিনি এরকম বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তিনি তো বিপদ, কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবেনই। আর পরীক্ষাই হলো মুজাহিদীন আমিলীন আলেমদের পরিণতি। ইবনুল জাওযী রহ. তাঁর শেষ জীবনে এ পরীক্ষার সম্মুখীন হোন। এ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো শিয়া রাফেযীদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোসহীন লড়াই। শিয়াদের প্রতি অনুরক্ত শাসকের দ্বারা শাইখ রহ. বন্দী হোন। তাঁকে সকলের নিকট থেকে পৃথক করে ওয়াসেতে তাঁর ঘরে একাকী আটকে রাখা

হয়। এ শেষ বয়সে এসে তাঁকে নিজের সকল কাজ নিজে করতে হয়েছিল। এ অবস্থায় ৫৯০ থেকে ৫৯৫ হিজরী পর্যন্ত কাটে। তারপর তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। তিনি ওয়াসেত থেকে বাগদাদে ফিরে আসেন। সেদিন মানুষজন এতই আনন্দিত হোন যে, যা এর আগে দেখা যায়নি। আগের মতো আবারো মজলিস ডাকা হয়। শাইখও আগের মতোই ওয়াজ, ইলমের প্রসার, কিতাবাদি প্রণয়নে মনোযোগ দেন। কর্ম ও সাধনার এ সিলসিলা মৃত্যু পর্যন্ত জারি থাকে।

দ্বাদশ রমজান, ৫৯৭ হিজরী। জুমআর রাত, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। ক্ষণজন্মা এ মুসলিম মনীষী ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহর কাছে পাড়ি দেন। ইমাম আহমাদ রহ. এর কবরের পাশে দাফন করা হয় এ বিদগ্ধ ও প্রকৃত আলেমকে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তার উত্তম নিরাময়ও। রোগে ধ্বংসোন্মুখ মানুষের নিরাময় করা তাঁর কত বড় নেয়ামত! তাই তিনি যা কপালে লিখে দিয়েছেন, যা তাঁর অসীম অনুগ্রহের ফল– সবকিছুর জন্য শুধু তাঁরই প্রশংসা করছি। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। যিনি আলোকিত করেছেন আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল পৃথিবী। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আসমান-জমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর সাহাবা-অনুসারী-অনুগামীদের প্রতি বর্ষিত হোক রহমতের অনন্ত ফল্গুধারা।

'লুকাতুল মানাফি' শিরোনামে দৈহিক চিকিৎসা বিষয়ক একটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে রচনা করেছি। তাই 'আত-তিব্বুর রূহানী' শিরোনামে আত্মিক চিকিৎসাবিষয়ক একটি গ্রন্থও তার সাথে জুড়ে দেওয়া সমীচীন মনে হলো। কারণ, দৈহিক চিকিৎসায় দেহ সুস্থ হয় আর আত্মিক চিকিৎসায় মন সুস্থ হয়। দেহ আর মনের মাঝে তো মনই উত্তম।

আল্লাহর কাছে এ গ্রন্থের আশু কল্যাণ কামনা করি এবং পরকালে এর বিনিময়ে অশেষ সাওয়াব প্রত্যাশা করি। তিনিই যাকে ইচ্ছা, আশা-প্রত্যাশা পূর্ণ করে দেন।

শুরুর কথা

মানুষের মাঝে আল্লাহ যা-ই সৃষ্টি করেছেন, সবই তার কল্যাণের জন্য। হয়তো কোনো উপকার সাধনের জন্য– যেমন, ক্ষুধার তাড়না; নয়তো কোনো ক্ষতি রোধের জন্য– যেমন, রাগ। তবে ক্ষুধার তাড়না যখন বাড়ে তখন তা লালসায় পরিণত হয়– যা ক্ষতিকর। তেমনি রাগ যখন সীমালঙ্ঘন করে তখন তা অশান্তির কারণ হয়।

গ্রন্থটি রচনা করার উদ্দেশ্য হলো– আত্মশোধনের সঠিক পথ দেখানো, ক্ষতিকর বিষয়ের খায়েশ থেকে মনকে নিবারণ করা এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত-খায়েশের গোলামিতে নিমগ্ন থাকা বিষয়গুলোর পরিশোধন করা। গ্রন্থটিকে আমি ৩০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব ১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রবৃত্তির নিন্দা ১৯
তৃতীয় অধ্যায়
বিবেকের তাড়না ও প্রবৃত্তির চাওয়া ২২
চতুর্থ অধ্যায়
প্রেমরোগ থেকে মুক্তি ২৫
পঞ্চম অধ্যায়
শারাহ বা লালসা পরিহার ২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়
নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান ৩৪
সপ্তম অধ্যায়
কৃপণতা পরিহার ৩৮
অষ্টম অধ্যায়
অপব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা ৪২
নবম অধ্যায়
আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ৪৩
দশম অধ্যায়
মিথ্যাবাদিতার নিন্দা ৪৪

একাদশ অধ্যায়
হিংসা পরিহার ৪৬
দ্বাদশ অধ্যায়
বিদ্বেষ পরিহার ৫৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়
রাগ সংবরণ ৫৫
চতুর্দশ অধ্যায়
অহংকার পরিত্যাগ ৬২
পঞ্চদশ অধ্যায়
আত্মতৃপ্তি পরিহার ৬৭
ষষ্ঠদশ অধ্যায়
রিয়া বা আত্মপ্রদর্শন পরিহার ৬৯
সপ্তদশ অধ্যায়
অহেতুক চিন্তা পরিহার ৭৬
অষ্টাদশ অধ্যায়
অহেতুক দুঃখ পরিহার ৭৮
উনিশতম অধ্যায়
দুশ্চিন্তা ও অযথা উদ্বেগ পরিহার ৮১
বিশতম অধ্যায়
ভয়কাতরতা ও মৃত্যুভয় পরিহার ৮৬
একুশতম অধ্যায়
উল্লাস পরিহার ৯৬
বাইশতম অধ্যায়
অলসতা পরিত্যাগ ৯৮

তেইশতম অধ্যায়
নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করা ১০২
চব্বিশতম অধ্যায়
হীনমন্যতা পরিহার ১০৬
পঁচিশতম অধ্যায়
আত্মশুদ্ধির অভিসার ১১০
ছাব্বিশতম অধ্যায়
সন্তানের অনুশাসন ১১৫
সাতাশতম অধ্যায়
স্ত্রীর সাথে বোঝাপড়া ও তার মন জয় করা ১১৯
আটাশতম অধ্যায়
আত্মীয় ও দাসদাসীদের সাথে বোঝাপড়া এবং তাদের খাতিরযত্ন ১২৩
উনত্রিশতম অধ্যায়
মানুষের সাথে মেলামেশা এবং তাদের মন জয় করা ১২৫
ত্রিশতম অধ্যায়
অনুপম চরিত্র ১২৭